

এই পত্রিকায় লেখালেখি ও
বিজ্ঞাপনের জন্য হোয়াটসঅ্যাপ করুন
৯৬৪১৮৫৯৫৬৭ / 9641859567
email :
khabarerghanta@gmail.com

খবরের ঘণ্টা
শুধুই ইতিবাচক ডাবনা Bengali Weekly
KHABARER GHANTA
PRGI NO. 141910 (OLD NO : WBBEN/2015/69355)

এই পত্রিকায় লেখালেখি ও
বিজ্ঞাপনের জন্য হোয়াটসঅ্যাপ করুন
৯৬৪১৮৫৯৫৬৭ / 9641859567
email :
khabarerghanta@gmail.com

দশম বর্ষ, সংখ্যা : ১৩, সাপ্তাহিক ২৮ জুন ২৬, রবিবার KHABARER GHANTA, Bengali weekly, 28 June. 26, Sunday, Siliguri, Vol. 10, Issue 13, Rs. 2

৪৪০ শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণে যোগ উৎসব, সারদা বিদ্যামন্দিরে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উদযাপন



নিজস্ব প্রতিবেদন : যোগের মাধ্যমে সুস্থ শরীর ও সুস্থ মনের বার্তা ছড়িয়ে পড়ল পুঁটিমারীর সারদা বিদ্যামন্দির ও সারদা শিশুতীর্থে। শিক্ষার্থী, শিক্ষক এবং অভিভাবকদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের অনুষ্ঠান হয়ে উঠল প্রাণবন্ত। শুধু যোগচর্চাই নয়,

প্রতিভাবান শিক্ষার্থীদের সম্মান জানিয়ে তুলে দেওয়া হলো বিশেষ পুরস্কারও। আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উপলক্ষে রবিবার জলপাইগুড়ির পুঁটিমারীতে অবস্থিত সারদা বিদ্যামন্দির (উচ্চমাধ্যমিক) ও সারদা শিশুতীর্থ-এ বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

দিনটির মূল আকর্ষণ ছিল বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং অভিভাবকদের সম্মিলিত যোগাভ্যাস। এদিন মোট ৪৪০ জন শিক্ষার্থী যোগচর্চায় অংশগ্রহণ করে। তাঁদের পাশাপাশি বিদ্যালয়ের আচার্য-আচার্যা ও অভিভাবক-অভিভাবিকারাও যোগাসনে शामिल হন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রণবীর ভট্টাচার্য, প্রশাসনিক আধিকারিক, সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ কমিউনিকেশন, শিলিগুড়ি শাখা। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন একই দপ্তরের সংযোজক দীপক চক্রবর্তী। বিদ্যালয়ের সম্পাদক বিমলকৃষ্ণ দাস, পরিচালন সমিতির সদস্য লক্ষ্মীনারায়ণ সরকার-সহ বহু শুভানুধ্যায়ী, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং অভিভাবক অনুষ্ঠানে যোগ দেন।

যোগ দিবসকে ঘিরে বিদ্যালয়ে গত ১৯ ও ২০ জুন বিশেষ যোগাসন

প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয়েছিল। প্রতিযোগিতার বিচারকের দায়িত্ব পালন করেন বিশিষ্ট যোগ প্রশিক্ষক সান্ত্বনা দাস, রোহিত গুঁরাও এবং অমল পাল।

রবিবারের অনুষ্ঠানে সেই প্রতিযোগিতায় কৃতিত্ব অর্জনকারী শিক্ষার্থীদের হাতে পুরস্কার ও সম্মাননা তুলে দেওয়া হয়। অতিথিরা তাঁদের উৎসাহিত করার পাশাপাশি নিয়মিত যোগচর্চার গুরুত্বও তুলে ধরেন।

বক্তারা বলেন, বর্তমান সময়ে শারীরিক সুস্থতা, মানসিক স্থিতি ও একাগ্রতা বজায় রাখতে যোগের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই ছোটবেলা থেকেই যোগচর্চার অভ্যাস গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেন তাঁরা। সারদা বিদ্যামন্দির ও সারদা শিশুতীর্থে এই উদ্যোগ শিক্ষার্থীদের মধ্যে স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি যোগের প্রতি আগ্রহ আরও বাড়িয়ে তুলেছে।

পশ্চিমবঙ্গ দিবসে বাংলার ঐতিহ্য ও ইতিহাসের বন্দনা



নিজস্ব প্রতিবেদন : বাংলার গৌরবময় ইতিহাসকে স্মরণ। শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাার্ঘ্য। সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও ইতিহাসচর্চায় মুখের রামকিঙ্কর হল। পশ্চিমবঙ্গের জন্মলগ্ন ও উত্তরাধিকারের বার্তা পৌঁছল নতুন প্রজন্মের কাছে

পশ্চিমবঙ্গ দিবস উপলক্ষে শনিবার শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চ প্রাঙ্গণের

রামকিঙ্কর প্রদর্শনী কক্ষে এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করে জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর, দার্জিলিং। পশ্চিমবঙ্গের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, ইতিহাস ও দেশভাগ-পরবর্তী পশ্চিমবঙ্গ গঠনের প্রেক্ষাপটকে তুলে ধরারই ছিল এই অনুষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ির মহকুমা শাসক, জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক জয়ন্ত কুমার মল্লিক, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ সামসুল আলম, চটহাট হাইস্কুলের শিক্ষক প্রেমানন্দ রায়, প্রাবন্ধিক অশেষ দাস-সহ সমাজের বিভিন্ন স্তরের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। আলোচকরা তাঁদের বক্তব্যে পশ্চিমবঙ্গ দিবসের ঐতিহাসিক গুরুত্ব তুলে ধরেন এবং নতুন প্রজন্মের মধ্যে বাংলার ইতিহাস ও সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির ওপর জোর দেন। অনুষ্ঠানে পশ্চিমবঙ্গের গৌরবময় ঐতিহ্যকে কেন্দ্র করে সাংস্কৃতিক পরিবেশনা, অডিও-ভিডিও প্রদর্শনী এবং নানা মননশীল পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। এদিন পশ্চিমবঙ্গ গঠনের পেছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনকারী ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির স্মৃতির প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। বক্তারা তাঁর অবদান স্মরণ করে বাংলার স্বতন্ত্র পরিচয় রক্ষায় তাঁর ঐতিহাসিক ভূমিকার কথা মউল্লেখ করেন। সংস্কৃতি ও ইতিহাসের মেলবন্ধনে আয়োজিত এই অনুষ্ঠান পশ্চিমবঙ্গ দিবস উদযাপনকে এক অর্থবহ ও স্মরণীয় মাত্রা প্রদান করে।

ভাতা বৃদ্ধির ঘোষণায় উচ্ছ্বসিত আশা কর্মীরা, মিষ্টিমুখে আনন্দ উদযাপন



নিজস্ব প্রতিবেদন : রাজ্য বাজেটে আশা ও অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের ভাতা বৃদ্ধির ঘোষণার পর খুশির আবহ ছড়িয়ে পড়েছে কর্মীদের মধ্যে। দীর্ঘদিনের দাবির আংশিক পূরণ হওয়ায় আনন্দ প্রকাশ করলেন তাঁরা। শিলিগুড়িতে একত্রিত হয়ে মিষ্টিমুখের মাধ্যমে উদযাপন করলেন এই ঘোষণাকে। রাজ্যে নতুন সরকারের প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাজেটে আশা কর্মী ও অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের ভাতা ৫ হাজার টাকা বৃদ্ধির ঘোষণাকে স্বাগত জানিয়ে সোমবার শিলিগুড়ির বাঘাঘতীন পার্কে আনন্দ মেতে ওঠেন আশা কর্মীরা। একত্রিত হয়ে তাঁরা মিষ্টি বিতরণ করেন এবং এই সিদ্ধান্তের জন্য সন্তোষ

প্রকাশ করেন। আশা কর্মীদের বক্তব্য, বহুদিন ধরেই তাঁরা ভাতা বৃদ্ধির দাবি জানিয়ে আসছিলেন। তাঁদের প্রত্যাশা ছিল মাসিক ভাতা আরও বেশি বৃদ্ধি পাবে এবং অন্তত ১৫ হাজার টাকা পর্যন্ত উন্নীত করা হবে। যদিও সেই দাবি সম্পূর্ণভাবে বাস্তবায়িত হয়নি, তবুও বর্তমান ঘোষণাকে তাঁরা ইতিবাচক পদক্ষেপ হিসেবে দেখছেন। কর্মীদের মতে, স্বাস্থ্য পরিষেবার সঙ্গে সরাসরি যুক্ত থেকে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করলেও তাঁদের নানা সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়। তাই ভাতা বৃদ্ধির পাশাপাশি সামাজিক সুরক্ষা, অবসরকালীন সুবিধা এবং নিয়মিত সাপ্তাহিক ছুটির মতো বিষয়গুলিকেও গুরুত্ব দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন তাঁরা।

এদিন আশা কর্মীরা আশা প্রকাশ করেন, ভবিষ্যতে সরকার তাঁদের বাকি দাবিগুলিও বিবেচনা করবে এবং কর্মপরিবেশ আরও উন্নত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।



KHABARER GHANTA

PRGI NO. 141910 (OLD NO : WBBEN/2015/69355)

উপদেষ্টামণ্ডলী : জ্যোৎস্না আগরওয়াল (পরিবেশবিদ ও সমাজসেবী), ডাঃ শীর্ষেন্দু পাল গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য (লেখক), গৌতমবুদ্ধ রায়, মনো পাল (শিল্পোদ্যোগী), তরুন মাইতি (সমাজকর্মী), রাজ বসু (ভ্রমণ গবেষক), দীপজ্যোতি চক্রবর্তী (পরিবেশবিদ), সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় (সমাজকর্মী), ডাঃ জি বি দাস (স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ), নির্মল কুমার পাল (সাধারণ সম্পাদক, হায়দরপাড়া স্পোর্টিং ক্লাব), সনৎ ভৌমিক (সমাজসেবী ও ব্যবসায়ী), সামসুল আলম (শিক্ষক), বিপ্লব সেনগুপ্ত (অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক এবং আইনজীবী), সাজু তালুকদার (সমাজসেবী, বীরপাড়া), নির্মলেন্দু দাস (কবি ও বিজ্ঞানী), ভাস্কর বিশ্বাস (সিভিল ইঞ্জিনিয়ার), অশোক রায় (পন্ডিচেরী), শিবেশ ভৌমিক (সমাজসেবী ও ব্যবসায়ী, বিধাননগর, শিলিগুড়ি), পুষ্পজিৎ সরকার (শিক্ষক), ডঃ রঘুনাথ ঘোষ (অধ্যাপক, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়), অনিন্দিতা চ্যাটার্জী (আনন্দধারা সঙ্গীত একাডেমি, সঙ্গীত শিল্পী), সোনালি সামন্ত (রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত নার্স, বানারহাট), ডঃ রতন বিশ্বাস (বিশিষ্ট লেখক ও সাহিত্যিক), ডঃ গৌরমোহন রায় (বিশিষ্ট লেখক ও সাহিত্যিক), পদ্মশ্রী ধনীরাম টোটো, বীরেন চন্দ (সম্পাদক, উত্তরবঙ্গ পত্রিকা), নীতিশ বসু (চেয়ারম্যান, পূর্ণিমা বসু মেমোরিয়াল ট্রাস্ট), কমলেশ গুহ (সমাজসেবী, দ্য হিমালয়ান আই ইন্সটিটিউট), নন্দিতা ভৌমিক (বাচিক শিল্পী), সোমা দাস (শিক্ষিকা), পাঞ্চালি চক্রবর্তী (সঙ্গীত শিল্পী), প্রিসকিল্লা ইলোরা লাকড়া (সমাজসেবী, শিলিগুড়ি), ডঃ বিমল চন্দ

সম্পাদকীয় বর্ষা, জলনিকাশি ও ডেঙ্গু সচেতনতার বিকল্প নেই

উত্তরবঙ্গসহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে বর্ষার আগমন মানেই স্বস্তির বৃষ্টি, সবুজের সমারোহ এবং প্রকৃতির নতুন প্রাণ। কিন্তু এই বর্ষাই আবার সামনে নিয়ে আসে একাধিক চ্যালেঞ্জ; জল জমা, অপরিষ্কার নিকাশি ব্যবস্থা এবং ডেঙ্গুর মতো মশাবাহিত রোগের আশঙ্কা। প্রতি বছর বর্ষার শুরুতেই শহর ও শহরতলির বহু এলাকায় জল জমার সমস্যা দেখা দেয়। রাস্তাঘাট, বাজার, আবাসন এলাকা কিংবা খালি জমিতে দীর্ঘ সময় ধরে জল জমে থাকলে তা শুধু সাধারণ মানুষের দুর্ভোগই বাড়ায় না, ডেঙ্গুবাহী এডিস মশার বংশবিস্তারেও সহায়ক পরিবেশ তৈরি করে। ফলে জনস্বাস্থ্য একটি বড় উদ্বেগের বিষয় হয়ে ওঠে। ডেঙ্গু প্রতিরোধে শুধু প্রশাসনের উদ্যোগ যথেষ্ট নয়। নিকাশি নালা পরিষ্কার রাখা, জমে থাকা জল দ্রুত সরিয়ে দেওয়া, বাড়ির আশপাশে টব, টায়ার, প্লাস্টিকের পাত্র কিংবা ছাদে জল জমতে না দেওয়া; এই দায়িত্ব প্রত্যেক নাগরিককেই নিতে হবে। সচেতনতা এবং অংশগ্রহণ ছাড়া ডেঙ্গুর বিরুদ্ধে লড়াই সফল হতে পারে না। প্রশাসনের পক্ষ থেকে নিয়মিত নিকাশি ব্যবস্থার রক্ষণাবেক্ষণ, মশা নিয়ন্ত্রণে কার্যকর পদক্ষেপ এবং জনসচেতনতা প্রচার আরও জোরদার করা প্রয়োজন। পাশাপাশি নাগরিকদের অভিযোগ ও সমস্যার দ্রুত সমাধানেও গুরুত্ব দিতে হবে।

বর্ষা প্রকৃতির আশীর্বাদ। কিন্তু পরিকল্পনার অভাব এবং অসচেতনতার কারণে যেন তা দুর্ভোগের কারণ না হয়ে ওঠে। পরিচ্ছন্ন পরিবেশ, উন্নত জলনিকাশি ব্যবস্থা এবং সম্মিলিত সচেতনতার মাধ্যমে আমরা একটি সুস্থ, নিরাপদ ও ডেঙ্গুমুক্ত সমাজ গড়ে তুলতে পারি।

পাঠক সংযোগ বিভাগ

আপনার শহর, আপনার কথা

শহর আমাদের সবার। তাই শহরের কথা বলার অধিকারও সবার।

রাস্তার সমস্যা হোক বা ভালো উদ্যোগ--আপনার চোখে যা গুরুত্বপূর্ণ, তা আমাদের জানান।

ইতিবাচক মতামত, গঠনমূলক পরামর্শ এবং সমাজের উন্নয়নের ভাবনা--সবই আমরা স্বাগত জানাই।

কারণ খবরের ঘন্টা শুধু একটি পত্রিকা নয়, এটি শিলিগুড়ির মানুষের কণ্ঠস্বর।

হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ করুন : ৯৬৪১৮৫৯৫৬৭

সম্পাদক, খবরের ঘন্টা

ডিজিটাল নির্ভরতা বাড়িয়ে তুলছে মানসিক সংকট! সতর্ক করলেন নিউরোসার্জন



নিজস্ব প্রতিবেদন : স্মার্টফোন ও সোশ্যাল মিডিয়ার অতিরিক্ত ব্যবহার নতুন প্রজন্মের মানসিক বিকাশে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে।

সৃজনশীলতা, চিন্তাশক্তি ও আত্মনির্ভরতার জায়গায় বাড়ছে প্রযুক্তিনির্ভরতা।

উদ্বেগ, একাকীত্ব ও অবসাদের মতো সমস্যাও ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে মত বিশেষজ্ঞের।

এই পরিস্থিতি নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করলেন বিশিষ্ট নিউরোসার্জন ডাঃ মলয় চক্রবর্তী।

ডিজিটাল প্রযুক্তির দ্রুত বিস্তার মানুষের জীবনকে যেমন সহজ করেছে, তেমনি এর কিছু নেতিবাচক প্রভাবও ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে। বিশেষ করে নতুন প্রজন্মের মধ্যে অতিরিক্ত মোবাইল, ইন্টারনেট ও সোশ্যাল মিডিয়া নির্ভরতা মানসিক ও বৌদ্ধিক বিকাশের ক্ষেত্রে উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন শিলিগুড়ির ফুলবাড়িতে অবস্থিত থ্যালামাস ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্সের প্রধান কর্ণধার ও বিশিষ্ট নিউরোসার্জন ডাঃ মলয় চক্রবর্তী।

‘খবরের ঘন্টা’-র মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, বর্তমানে অনেক ক্ষেত্রেই তরুণ প্রজন্ম নিজের চিন্তা ও সৃজনশীলতার চর্চার পরিবর্তে ডিজিটাল মাধ্যমের ওপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে। লেখালেখি, সাহিত্যচর্চা কিংবা সৃজনশীল প্রকাশের ক্ষেত্রেও অনেকেই প্রযুক্তির সাহায্যের বাইরে ভাবতে পারছে না। এর ফলে স্বাধীনভাবে চিন্তা করার ক্ষমতা ও

সৃজনশীলতার বিকাশ বাধাগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হচ্ছে।

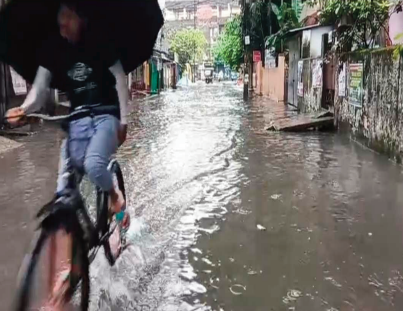
ডাঃ চক্রবর্তীর মতে, দীর্ঘ সময় মোবাইল বা সোশ্যাল মিডিয়ায় কাটানোর ফলে অনেকের মধ্যেই একাকীত্ব, উদ্বেগ, হতাশা এবং মানসিক অবসাদের প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাস্তব সামাজিক সম্পর্কের পরিবর্তে ভার্চুয়াল যোগাযোগের প্রতি অতিরিক্ত ঝোঁক মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে।

তিনি আরও বলেন, প্রযুক্তি অবশ্যই আধুনিক জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ, কিন্তু এর ব্যবহার হতে হবে সচেতন ও নিয়ন্ত্রিত। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সময় কাটানো, বই পড়া, খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক চর্চা এবং সৃজনশীল কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ মানসিক সুস্থতা বজায় রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

বিশিষ্ট এই নিউরোসার্জন অভিভাবকদেরও সচেতন হওয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন, শিশু ও কিশোরদের স্ক্রিন টাইমের দিকে নজর রাখা এবং তাদের বাস্তব জীবনের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে উৎসাহিত করা অত্যন্ত প্রয়োজন। অন্যথায় প্রযুক্তির অতিরিক্ত নির্ভরতা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মানসিক ও সামাজিক বিকাশের ক্ষেত্রে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠতে পারে।

ডিজিটাল যুগের সুবিধা গ্রহণের পাশাপাশি তার সম্ভাব্য ঝুঁকিগুলিও উপলব্ধি করা জরুরি বলে মত ডাঃ মলয় চক্রবর্তীর। তাঁর কথায়, প্রযুক্তি মানুষের সহায়ক হওয়া উচিত, মানুষের চিন্তা ও সৃজনশীলতার বিকল্প নয়।

বর্ষার জলে বিপর্যস্ত শিলিগুড়ি, বাড়ছে নাগরিক দুর্ভোগ



নিজস্ব প্রতিবেদন : টানা বৃষ্টিতে শিলিগুড়ির একাধিক ওয়ার্ড জলমগ্ন, ভোগান্তিতে হাজার হাজার বাসিন্দা। রাত্তি সন্ধ্যাট ডুবে যাওয়ায় ব্যাহত হচ্ছে যান চলাচল, সমস্যায় স্কুলপড়ুয়া থেকে কর্মজীবী মানুষ। বহু এলাকায় নোংরা জল ঢুকে পড়েছে বাড়িঘরে, ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে গৃহস্থালির সামগ্রী। আবহাওয়া দপ্তরের আরও বৃষ্টির পূর্বাভাসে উদ্বেগ বাড়ছে শহরবাসীর।

অবিরাম বৃষ্টির জেরে কার্যতজলবন্দি হয়ে পড়েছে শিলিগুড়ি শহরের বিস্তীর্ণ এলাকা। দুর্বল নিকাশি ব্যবস্থা এবং জল নিষ্কাশনের সমস্যার কারণে শহরের বিভিন্ন ওয়ার্ডে বৃষ্টির জল জমে চরম দুর্ভোগের সৃষ্টি হয়েছে। বিশেষ করে শিলিগুড়ি পৌর নিগমের ৩১, ৩২, ৩৯, ৪০ ও ৪১ নম্বর ওয়ার্ডের একাধিক

এলাকায় রাস্তাঘাট জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। অনেক জায়গার চিহ্ন এখন ছোটখাটো পুকুর বা জলাশয়ের মতো।

স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, অল্প বৃষ্টিতেই জল জমার সমস্যা দীর্ঘদিনের। তবে এবার কয়েকদিনের টানা বর্ষণে পরিস্থিতি আরও সংকটজনক হয়ে উঠেছে। বহু এলাকায় নিকাশি নালায় জল উপচে বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করেছে। ফলে ঘরবন্দি হয়ে পড়েছেন বহু মানুষ। জল ঢুকে নষ্ট হচ্ছে আসবাবপত্র, বৈদ্যুতিন সামগ্রী ও প্রয়োজনীয় গৃহস্থালি জিনিসপত্র।

সবচেয়ে বেশি সমস্যার মুখে পড়েছে স্কুলপড়ুয়া ছাত্রছাত্রীরা। অনেক জায়গায় হাঁটু সমান জল পেরিয়ে স্কুলে যেতে হচ্ছে শিশুদের। এতে যেমন দুর্ঘটনার আশঙ্কা তৈরি হচ্ছে, তেমনি উদ্বেগে রয়েছেন অভিভাবকরাও। অন্যদিকে বৃষ্টির জলে রাস্তার গর্ত ও ভাঙাচোরা অংশ ঢেকে যাওয়ায় পথচলা ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। দুই চাকার যান থেকে শুরু করে চারচাকা গাড়ির চালকদেরও নানান সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। বেশ কিছু এলাকায় যান চলাচলও ধীরগতির হয়ে

পড়েছে। শুধু শিলিগুড়ি শহরেই নয়, সংলগ্ন ডাবগ্রাম, ফুলবাড়ি, মাটিগাড়া এবং নকশালবাড়ির বিভিন্ন অংশ থেকেও জল জমার খবর পাওয়া যাচ্ছে। স্থানীয়দের দাবি, নিকাশি ব্যবস্থার স্থায়ী উন্নয়ন না হওয়ায় প্রতি বছর বর্ষা এলেই একই পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয় সাধারণ মানুষকে।

এদিকে পৌর বোর্ড ভেঙে যাওয়ার পর বর্তমানে প্রশাসকের নেতৃত্বে চলছে শিলিগুড়ি পৌর নিগমের কাজকর্ম। এমন পরিস্থিতিতে শহরের নাগরিক পরিষেবা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছেন অনেক বাসিন্দা। তাঁদের অভিযোগ, রাস্তা সংস্কার থেকে শুরু করে জল নিষ্কাশন ব্যবস্থা; সব ক্ষেত্রেই আরও দ্রুত ও কার্যকর পদক্ষেপ প্রয়োজন।

আবহাওয়া দপ্তর আগামী কয়েকদিন বৃষ্টির সম্ভাবনার কথা জানিয়েছে। ফলে জলমগ্ন পরিস্থিতি আরও জটিল হওয়ার আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। এখন শহরবাসীর প্রত্যাশা, প্রশাসনের দ্রুত হস্তক্ষেপে জল নিষ্কাশনের কাজ জোরদার হবে এবং স্বাভাবিক ছন্দে ফিরবে শিলিগুড়ির জনজীবন।

আমতলায় রবীন্দ্র-নজরুল উৎসবে সাংস্কৃতিক উচ্ছ্বাস



নিজস্ব প্রতিবেদন : শিলিগুড়ির ইস্টার্ন বাইপাস লাগোয়া আমতলা মোড়ে উৎসবের আবহে পালিত হলো রবীন্দ্র-নজরুল জয়ন্তী। বসে আঁকো, আবৃত্তি, সংগীত, নৃত্য ও কুইজ প্রতিযোগিতায় অংশ নিলেন অসংখ্য প্রতিযোগী। আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উপলক্ষে ছাত্র-ছাত্রীদের যোগব্যায়াম পরিবেশনা ছিল বিশেষ আকর্ষণ। প্রতিকূল আবহাওয়াকে উপেক্ষা করে দর্শকদের উপস্থিতি অনুষ্ঠানকে প্রাণবন্ত করে তোলে।

শিলিগুড়ি ইস্টার্ন বাইপাস সংলগ্ন আমতলা মোড় এলাকায় মনিম মৌহন স্মৃতি আমতলা প্রগতি সংঘের উদ্যোগে ও পরিচালনায় সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হলো রবীন্দ্র-নজরুল জয়ন্তী উৎসব। প্রতিবছরের মতো এ বছরও ২১ জুন সারা দিনব্যাপী নানা সাংস্কৃতিক ও প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।

সকালে অনুষ্ঠান শুরু হয় বিভিন্ন প্রতিযোগিতার মাধ্যমে। বসে আঁকো, আবৃত্তি, সংগীত, নৃত্য এবং কুইজ প্রতিযোগিতায় তিনটি বিভাগে অংশ নেয় শিলিগুড়ি ও আশপাশের এলাকার বিপুল সংখ্যক প্রতিযোগী। ছোট থেকে বড়; সব বয়সের অংশগ্রহণকারীদের উৎসাহ ও উদ্দীপনা অনুষ্ঠানকে বিশেষ মাত্রা প্রদান করে। সন্ধ্যায় আয়োজিত হয় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। ক্লাব সদস্যদের পরিবেশিত উদ্বোধনী সংগীতের মাধ্যমে শুরু হয় সন্ধ্যা পর্ব। আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উপলক্ষে ছাত্র-ছাত্রীদের যোগব্যায়াম প্রদর্শনী উপস্থিত দর্শকদের প্রশংসা কুড়িয়ে নেয়। পাশাপাশি দিনের বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় সফল প্রতিযোগীদের হাতে পুরস্কার ও সম্মাননা তুলে দেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে বাংলা ব্যান্ড 'হেডরাশ'-এর শিল্পীরা রবীন্দ্র ও নজরুল সংগীত পরিবেশন করে সাংস্কৃতিক সন্ধ্যাকে আরও সমৃদ্ধ করে তোলেন। দিনভর বৃষ্টি ও প্রতিকূল আবহাওয়া সত্ত্বেও দর্শকদের উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো।

ক্লাবের সদস্যদের সক্রিয় সহযোগিতা ও দক্ষ পরিচালনায় সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানটি সাফল্যের সঙ্গে সম্পন্ন হয়। সংস্কৃতি, সাহিত্য ও সৃজনশীলতার এই মিলনমেলা এলাকাবাসীর মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলে।

যোগের ছোঁয়ায় সুস্থতার বার্তা, হায়দরপাড়ায় উৎসাহে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস পালন



উদ্যোগে সকাল সাড়ে ৬টা থেকে সাড়ে ৮টা পর্যন্ত যোগাভ্যাস ও সচেতনতামূলক কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।

করো যোগ, রহো নিরোগ-- স্লোগানকে সামনে রেখে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে এলাকার বহু মানুষ অংশগ্রহণ করেন। যোগ প্রশিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে অংশগ্রহণকারীরা বিভিন্ন যোগাসন, প্রাণায়াম এবং ধ্যানচর্চায় অংশ নেন। উপস্থিত সকলের কাছে যোগের শারীরিক ও মানসিক উপকারিতার বিষয়েও বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন হায়দরপাড়া ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক সুজিত ঘোষ (বাপি), স্থানীয় বিজেপি নেতা নরেন ঘোষ, অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ আধিকারিক সুবীর চৌধুরী-সহ এলাকার বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ও স্বাস্থ্যসচেতন নাগরিক। তাঁরা সকলে যোগাভ্যাসে অংশ নিয়ে সুস্থ ও সচেতন সমাজ গঠনের বার্তা দেন।

বক্তারা বলেন, বর্তমান ব্যস্ত জীবনযাত্রা, মানসিক চাপ এবং নানাবিধ অসুস্থতার ঝুঁকি থেকে মুক্ত থাকতে নিয়মিত যোগচর্চা কোনও বিকল্প নেই। শুধু শরীরকে সুস্থ রাখাই নয়, মনকে শান্ত ও একাগ্র রাখতেও যোগের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

অনুষ্ঠান শেষে আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়, আগামী দিনেও মানুষের মধ্যে স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি এবং যোগচর্চাকে জনপ্রিয় করে তুলতে এ ধরনের কর্মসূচি চালিয়ে যাওয়া হবে। আন্তর্জাতিক যোগ দিবসে হায়দরপাড়ার এই উদ্যোগ এলাকাবাসীর কাছে সুস্থ জীবনের এক ইতিবাচক বার্তা পৌঁছে দিয়েছে।

রথযাত্রা মানে ভগবানের ঘরে ঘরে আগমন শ্রীনরোত্তম গৌড়ীয় মঠে উৎসবের আহ্বান



কাছে সমানভাবে তাঁর করুণা ও আশীর্বাদের দ্বারা উন্মুক্ত করে দেন। জাতি, বর্ণ, ধর্ম বা আর্থিক অবস্থানের কোনও ভেদাভেদ সেখানে থাকে না। তিনি আরও বলেন, রথ মানুষের জীবনের প্রতীক এবং ভগবান সেই জীবনের চালিকাশক্তি। জীবনের রথকে সংগঠিত করে ঈশ্বরের সান্নিধ্যে পৌঁছানোর শিক্ষাই রথযাত্রার মূল বার্তা। তাই এই উৎসবের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে আত্মতৃপ্তি, সহমর্মিতা ও আধ্যাত্মিক চেতনার বিকাশ ঘটে।

নিজস্ব প্রতিবেদন : রথের দড়িতে শুধু কাঠের রথ নয়, টানা হয় ভক্তির বন্ধনও। জগন্নাথদেবের রথযাত্রা মানবতা, সমতা ও ঈশ্বরপ্রেমের বার্তা বহন করে। শিলিগুড়ির শ্রীনরোত্তম গৌড়ীয় মঠে শুরু হচ্ছে ঐতিহ্যবাহী মহোৎসব। নামসংকীর্তন, মহাযজ্ঞ, রথযাত্রা ও মেলায় আয়োজন ঘিরে ভক্তদের উৎসাহ তুঙ্গে আসন্ন রথযাত্রা ও উল্টো রথ উপলক্ষে শিলিগুড়ির দেশবন্ধুপাড়ার ঐতিহ্যবাহী শ্রীনরোত্তম গৌড়ীয় মঠে একাধিক ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। মঠ কর্তৃপক্ষের প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, শ্রীশ্রী জগন্নাথদেবের রথযাত্রা, মহাযজ্ঞ, হরিনাম সংকীর্তন, প্রসাদ বিতরণ এবং মেলাকে কেন্দ্র করে ভক্তসমাগমের প্রস্তুতি ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। মঠের অধ্যক্ষ মহারাজ স্বামী ভক্তিনিলয় জনার্দন তাঁর বক্তব্যে বলেন, রথযাত্রা কেবল একটি ধর্মীয় উৎসব নয়, এটি ভক্তি, প্রেম ও মানবতার মহামিলন। জগন্নাথদেব যখন রথে চড়ে ভক্তদের মাঝে আসেন, তখন তিনি সকল মানুষের

মঠ সূত্রে জানা গিয়েছে, রথযাত্রা উপলক্ষে বিশেষ পূজা, নামযজ্ঞ, কীর্তন, প্রসাদ বিতরণ ও ধর্মীয় আলোচনা অনুষ্ঠিত হবে। পাশাপাশি উল্টো রথ পর্যন্ত চলবে বিভিন্ন ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ও ভক্তিমূলক পরিবেশনা। ভক্ত ও সাধারণ মানুষের জন্য থাকবে মহাপ্রসাদ গ্রহণের ব্যবস্থাও। মহারাজ সকল ভক্ত, শুভানুধ্যায়ী ও ধর্মপ্রাণ মানুষকে এই উৎসবে অংশগ্রহণের আহ্বান জানিয়ে বলেন, রথের দড়ি টানা মানে শুধু একটি রথকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া নয়, নিজের অন্তরের ভক্তিকে জাগিয়ে তোলা। জয় জগন্নাথের ধ্বনিতে মানবতার জয়গানই হোক এই রথযাত্রার মূল সুর। জয় জগন্নাথের নামসংকীর্তন ও ভক্তির আবহে শিলিগুড়ির এই প্রাচীন মঠে রথযাত্রা উৎসব এবারও ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্য ও জনসম্পৃক্ততার এক অনন্য দৃষ্টান্ত হয়ে উঠবে বলে আশাবাদী ভক্তমহল।

ইতিবাচক শিলিগুড়ি

শহর মানেই শুধু যানজট, অভিযোগ আর সমস্যা নয়। শহর মানে মানুষ, মানুষের চেষ্টা আর ছোট ছোট ভালো উদ্যোগ। শিলিগুড়ির অলিগলিতে প্রতিদিন এমন অনেক কাজ হচ্ছে, যা হয়তো বড় শিরোনাম পায় না-- কিন্তু সমাজকে বদলে যাচ্ছে নীরবে।

কেউ ছাদে গাছ লাগাচ্ছেন, কেউ বিনামূল্যে পড়াচ্ছেন দরিদ্র ছাত্রছাত্রীদের, কেউ আবার রক্তদান শিবির আয়োজন করছেন। এই ছোট ছোট আলোর বিন্দুগুলো মিলেই শহরকে সুন্দর করে তোলে।

খবরের ঘন্টা বিশ্বাস করে-- নেতিবাচকতার ভিড়ে ইতিবাচক খবরই মানুষের মনকে শক্তি দেয়। তাই আমরা খুঁজে চলবো সেই মানুষদের, যারা বদলের গল্প লিখছেন নীরবে।

সেই রকম বদলের গল্প থাকলে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ করুন, জানান তথ্য : ৯৬৪১৮৫৯৫৬৭

সম্পাদক, খবরের ঘন্টা

আমাদের অঙ্গীকার

সংবাদপত্র শুধু খবর দেয় না, দিকনির্দেশও দেয়।

আমাদের অঙ্গীকার--

সত্যপ্রকাশ,

সমাজের গঠনমূলক খবর তুলে ধরা,

তরুণ প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করা,

স্থানীয় প্রতিভাকে সামনে আনা।

আমরা বিশ্বাস করি, একটি ইতিবাচক সংবাদ অনেক সময় একটি পরিবারের মনোবল বাড়িয়ে দিতে পারে। একটি সঠিক তথ্য একজন নাগরিককে সচেতন করে তুলতে পারে।

খবরের ঘন্টা থাকবে মানুষের পাশে--সততা ও দায়িত্ববোধ নিয়ে

বাপি ঘোষ

সম্পাদক, খবরের ঘন্টা

সুরের সাধনায় বিশ্ব সঙ্গীত দিবস, শিলিগুড়িতে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের বিশেষ আসর



নিজস্ব প্রতিবেদন : ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের ঐতিহ্য, দর্শন ও মানবকল্যাণের বার্তা তুলে ধরতে বিশ্ব সঙ্গীত দিবস উপলক্ষে শিলিগুড়িতে বসলো এক বিশেষ সঙ্গীত আসর। তখন প্রজন্মকে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের প্রতি আকৃষ্ট করার লক্ষ্যেই এই উদ্যোগ। দেশ-বিদেশে সমাদৃত ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের বিভিন্ন রাগ-রাগিণী, কণ্ঠ ও বাদ্য পরিবেশনার মধ্য দিয়ে সুরের এক অনন্য সন্ধ্যার সাক্ষী হয়ে থাকলেন সঙ্গীতপ্রেমীরা। অনুষ্ঠানে অংশ নেন উত্তরবঙ্গের বিশিষ্ট ও নবীন শাস্ত্রীয় সঙ্গীত শিল্পীরা।

রাত ৮টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত চলে এই সঙ্গীত উৎসব। অনুষ্ঠানের আয়োজন করে রাগিণী, সুর-সর্গম, সঙ্গম ও বিন্দু। অনুষ্ঠান সম্পর্কে বিশিষ্ট শাস্ত্রীয় সঙ্গীত শিল্পী বর্ণালি বসু ও বুলবুল বোস জানান, শাস্ত্রীয় সঙ্গীত শুধু বিনোদনের মাধ্যম নয়, এটি মানুষের মনকে প্রশান্ত করে এবং সুস্থ ও ইতিবাচক জীবনবোধ গড়ে তুলতে সাহায্য করে। তাঁদের মতে, বর্তমান প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের মধ্যেও ধীরে ধীরে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের প্রতি আগ্রহ বাড়ছে। সেই আগ্রহকে আরও প্রসারিত করতে তাঁরা দীর্ঘদিন ধরে

ধারাবাহিকভাবে কাজ করে চলেছেন। ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংস্কৃতি বিশ্বের অন্যতম প্রাচীন ও সমৃদ্ধ ঐতিহ্য। বেদ, উপনিষদ, গীতা, রামায়ণ, মহাভারতসহ নানা শাস্ত্রের জ্ঞান, দর্শন ও আধ্যাত্মিকতার ধারাবাহিকতায় গড়ে উঠেছে এই সংস্কৃতি। শাস্ত্রীয় সঙ্গীত সেই ঐতিহ্যের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ, যা যুগ যুগ ধরে মানবিক মূল্যবোধ, নান্দনিকতা ও আত্মিক উন্নয়নের পথ দেখিয়ে এসেছে। অনুষ্ঠানের সূচি অনুযায়ী, উদ্বোধনী পর্বে সুর-সর্গম ফাউন্ডেশন পরিবেশন করে দলীয় সঙ্গীত। তবলায় ছিলেন প্রতীক জোয়ারদার, হারমোনিয়ামে রণজয় ভৌমিক এবং পরিবেশিত হয় রাগ মধুবন্তী। এরপর একক কণ্ঠসঙ্গীত পরিবেশন করেন দেবর্ষি হোড়। তিনি গেয়েছেন রাগ ইমন। তবলায় সঙ্গত করেন বঙ্কিমচন্দ্র নাহা এবং হারমোনিয়ামে ছিলেন সৌভিক সান্যাল। অনুষ্ঠানের তৃতীয় পর্বে একক তবলা পরিবেশন করে শিশু শিল্পী সুহান অধিকারী। নাগমা সহযোগিতায় ছিলেন তাঁরই পিতা বিখ্যাত তবলা শিল্পী সুবীর অধিকারী।

চতুর্থ পরিবেশনায় সঙ্গম-এর পক্ষ থেকে অর্চিতা সেন ও তাঁর দল পরিবেশন করেন দলীয় কণ্ঠসঙ্গীত। হারমোনিয়ামে ছিলেন বুলবুল বোস, তবলায় প্রকাশ সেন। পরিবেশিত হয় কাজরি, শ্লুথির আয়ে হ্যায় বাদরিয়াশ্ম। এরপর একক কণ্ঠসঙ্গীত পরিবেশন করেন বিখ্যাত শিল্পী বুলবুল বোস। তিনি পরিবেশন করেন রাগ জয়জয়ন্তী। তবলায় ছিলেন অপূর্ব ব্যানার্জি, হারমোনিয়ামে দেবিকা গুহ এবং তানপুরায় প্রিয়াংশু রায়।

একক বেহালা পরিবেশন করেন সুমিত বণিক। তাঁর পরিবেশনায় ছিলো রাগ মধুবন্তী। তবলায় সঙ্গত করেন প্রতীক জোয়ারদার।

অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে একক কণ্ঠসঙ্গীত পরিবেশন করেন বিখ্যাত শিল্পী বর্ণালি বসু। তিনি গেয়েছেন রাগ দেশ। তবলায় ছিলেন প্রতীক জোয়ারদার এবং হারমোনিয়ামে রাজেশ বর্মণ। সমগ্র অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন অতনু চৌধুরী ও মৌমিতা আচার্য।